# শ্রী কৃষ্ণ, হযরত মুহাম্মদ ও সোশাল ডারইউনিজম।

মহাভারত যুগের গোয়ালিনী রাধার সাথে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের কার্য্যকলাপ ভগবানের লীলা হিসাবে আখ্যায়িত হোলেও বর্তমান কালের অনিচ্ছুক সাধারণ রাধাদের সাথে উক্ত কার্য্যকলাপ করতে গেলে বলৎকার হিসাবে বিবেচিত হবে। বর্তমান কালের আর্য্য ব্রাহ্মণেরা কোন এক দলিত ফুলনকে রাধা বানিয়ে কৃষ্ণের মত কার্য্যকলাপ করতে গিয়ে অপমানিত মেয়েটিকে দস্যু রানীতে রূপান্তরিত করেছিল। তবে হ্যা, অর্থের বিনিময় বর্তমান কালেও রাধা পাওয়া যায় এবং তাদের সাথে কৃষ্ণের মত কার্য্যকলাপ করা যায় এবং উন্নত বিশ্বের নাইট ক্লাবগুলিতে উক্ত রাধাদের উলঙ্গ নৃত্যও দেখা যায়। অতএব কাল, শর্ত ও প্রেক্ষাপটের উপর ভগবানের লীলা নির্ভরশীল। রাধার উপর বল প্রয়োগ করে কৃষ্ণ লীলা করেনি এবং বিষয়টি তদকালীন সমাজ বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনাও ছিল না। লীলা এমন একটি বিষয়, যা সামাজিক বৈষম্য মান্য করে না।

সগোত্রীয় পিতৃপ্রধান সমাজে অনার্য্য রাধা এবং আর্য্য কৃষ্ণের আগমন ঘটেছিল। সময়টি ছিল অবাদ যৌন কাল। ঐ যুগে নারীর একমাত্র পরিচয় নরের যৌনসঙ্গিনী ও মাতা। বর্তমান কালের স্ত্রীর মর্যদা সম্পন্ন পৃথক কোন নারী তখন ছিল না। সম্মতি সাপেক্ষে সগোত্রীয় যে কোন নারীর সাথে ঐ যুগে যৌনক্রিয়া করা যেত, অর্থ্যাৎ পরস্ত্রী বলে কোন শব্দ তখনো চালু হয়নি। তবে নিম্ন বর্ণের রাধার সাথে লীলা করতে ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের বাড়তি সামাজিক সুবিধা ছিল। ব্রাহ্মণের যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে নিম্ন বর্ণের যে কোন নারী তদকালীন প্রচলিত ধর্ম অনুযায়ী বাধ্য ছিল। প্রচলিত আইন অমান্যে তদকালে শাস্তির বিধানও ছিল। তাই রাধা-কৃষ্ণের উপখ্যান ঐ যুগের জন্য স্বাবাভিক।

মহাভারত যুগের প্রায় দেড় হাজার বছর পর একেশ্বরবাদী সেমেটিক মুহম্মদের আগমন। মিসর ও রোমের দাস ভিত্তিক সমাজের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদী ধর্মের নামে সেমেটিক দাসেরা একত্রিত হয়ে বিদ্রোহ করার অভিজ্ঞতা মুহাম্মদের রক্তে সঞ্চিত। পূর্বেকার সগোত্রীয় পিতৃপ্রধান সমাজ বিভাজিত হয়ে নরপ্রধান গোত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। গোত্রপ্রধান সগোত্রীয় এক নারীকে প্রধানযৌনসঙ্গিনী এবং আর্থিক সংগতি অনুযায়ী একাধিক যৌনসঙ্গিনী রাখার প্রথা প্রচলিত। বর্তমান কালের মত বিয়ে তখনো প্রচলিত হয়নি। যুদ্ধে পরাভূত গোত্রের নর-নারীসহ যাবতীয় সম্পত্তি বিজেতাদের মধ্যে বন্টন বিধান প্রচলিত। পরাভূত গোত্রের নরকে দাস এবং নারীকে যৌনসঙ্গিনী করার প্রথা বিদ্যমান। পিতা ও পুত্র একই নারীর সাথে যৌনক্রিয়া করার প্রথা প্রচলিত। ভাই ও বোনের মধ্যে সঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। কন্যা-সন্তান পিতৃ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত এবং কোন এক নরের যৌন ভোগের পন্য হিসাবে বিবেচিত। বালিকার সাথে যৌন সঙ্গম সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। সপ্তম শতাব্দির আরবের এই ছিল সামাজিক চিত্র। এমতাবস্থায় মুহাম্মদের যৌনকর্ম সপ্তম শতাব্দির আরব সমাজের প্রচলিত বিধানের মধ্যে সীমিত ছিল।

সপ্তম শতাব্দির সাধারণ আরববাসি পৌত্তলিক কোরাইশ বংশের গুটি কয়েক গোত্রসহ ধনী ইহুদী ও খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসী গোত্রের অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। সম্পদহীন কোরাইশ পিতৃ পরিবারে মুহাম্মদের জন্ম এবং পিতৃহীন মুহাম্মদ অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারে জর্জরিত গরীব মেষ পালক দুধ মায়ের পরিবারে পালিত। ফলে সামাজিক ভাবে অবহেলিত ও অর্থনৈতিক ভাবে শোষিত ষষ্ঠ শতাব্দির অগণিত আরব জনগণের মর্ম বেদনার অভিজ্ঞতায় মুহাম্মদ সঞ্চিত। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ধমনীতে প্রবাহিত বিদ্রোহী

সেমেটিক রক্তের প্রভাবে এবং সঞ্চিত মর্ম বেদনার বিক্ষোভে মুহাম্মদ প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উৎসাহীত হন। যেমন ভাবে আধুনিক কালে ধর্মের নামে অর্থনৈতিক ভাবে শোষিত বাঙ্গালীদেরকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু বিদ্রোহ করতে উৎসাহীত হয়েছিলেন।

গোষ্ঠি দ্বন্দ্বকে স্বার্থান্বেষী ও ফ্যানাটিকেরা হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদী, খৃষ্টান বা ইসলাম ধর্মের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের দৃষ্টিকোন থেকে অবলোকন করে থাকেন। যেমন প্যালেষ্টাইনীদের জাতিয় মুক্তি সংগ্রামকে তারা দেখে থাকেন ইহুদী ও মুসলিমদের দ্বন্দ্ব হিসাবে। ইরাকের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামকে প্রচার করেন ইসলামিক সন্ত্রাসী কার্য্যকলাপ হিসাবে। বিপরীতে নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা মানব ইতিহাসের সকল দ্বন্দ্বকে অবলোকন করেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে।

দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে বিপরীত মূখী বা ধর্মী কম করে হলেও দুটি পক্ষ বিদ্যমান থাকতে হয়। নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের মতে সমাজের প্রকৃত দ্বন্দ্ব হলো উৎপাদন নিয়ন্ত্রন, যা প্রাচীন কাল থেকে গুটি কয়েক শোষক বা সুবিধাভোগীর করায়ত্ত। বিপরীতে অগণিত শোষিত ও অবহেলিত মানুষ তার ন্যায্য অংশ পাওয়ার জন্য লাগতার সংগ্রামে ন্যাস্ত। প্রাচীন কালে আর্য্য, ফেরাউ ও রোম্যানরা যথাক্রমে অনার্য্য, সেমেটিক ও অন্য গোষ্ঠিভূক্ত মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতেন। বিপরীতে সেমেটিক মোজেস, যীশু ও মুহাম্মদ, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অজ্ঞ তদকালীন সমাজের অবহেলিত মানুষকে একেশ্বারবাদে একত্রিত করতঃ শ্রেষ্ঠত্ব দাবীদারদের, অর্থ্যাৎ সোশাল ডারইউনিজমের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য জেহাদ, অর্থ্যাৎ সংগ্রাম করেছেন।

বর্তমান কালের চশমা পরে অতীত কালকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রী অভিজিৎ রায় কাল, তদকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপট ও তার বিধি-বিধান আমলে আনতে ব্যর্থ হয়ে শ্রী কৃষ্ণ ও হযরত মুহাম্মদের উপর সোশাল ডারইউনিজমের দোষারোপ করলেন। রাজনীতি বুঝার অভাব হেতু বাংলাদেশের সম্প্রতিকালের রাজনৈতিক ঘটনা সমূহ বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়ে শ্রী অভিজিৎ ইসলাম বিদ্বেষী ফ্যানাটিকে পরিণত হয়েছেন। প্রগতিশীল, উচ্চ শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহনকারী শহরবাসি শ্রী অভিজিৎ গ্রাম বাংলা ও তার সমাজ বিষয় অজ্ঞ। ইসলাম ও তদীয় মৌলবাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে ব্যর্থ হয়ে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের শ্রদ্ধা ভাজন হযরত মুহাম্মদ ও শ্রী কৃষ্ণকে শ্রী অভিজিৎ কটাক্ষ করে চলছেন। উচ্চ শিক্ষিত শ্রী অভিজিৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গরিমায় ফ্যানাটিক হয়ে নিজেই সোশাল ডারইউনিজমে আক্রান্ত হয়েছেন। তাই বর্তমান কালের কোয়ান্টাম মেক্যানিকসের চশমা পরিহিত শ্রী অভিজিতের মনে হোতে পারে দেড় শত বছর পূর্বের ক্ল্যাসিকাল মেক্যানিকসের প্রবর্তক নিউটন একজন আহম্মক। বাস্তবতাকে অস্বীকার করে যুক্তি প্রদর্শন, ভাববাদের ভিন্নরূপ। বর্তমান বাস্তবতা হলো সাধারণ মানুষ ধর্ম প্রান। তাদের সাথে একাত্মা না হয়ে মানবতা প্রচার করা যায় না। মানুষের সাথে একাত্মা হওয়ার উত্তম পন্থা হলো তার চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করে ধর্ম নিরপেক্ষার বানী প্রচার করা এবং ধর্মীয় কুৎসা প্রচার ও সমালোচনা থেকে বিরত থাকা হলো প্রগতিশীল ও মুক্তমনা হওয়ার পূর্বশর্ত এবং যুক্তিবাদের প্রথম ছবক। ধর্মীয় ফ্যানাটিকেরা যেমন ধর্মের শত্রু, তেমনি নাস্তিক ফ্যানাটিকেরা আস্তিক ও নাস্তিকসহ সমাজের শত্রু।

সেতারা হাশেম ১২/১৭/০৪